এর মধ্যে রয়েছে নানা রকম ছোটাছুটি, চলাচল, কর্মকান্ড, আদান-প্রদান ইত্যাদি বিচিত্র অনুষঙ্গ। আজ অক্সফোর্ড থেকে প্রকাশিত ইংরেজী অভিধান নিলে দেখা যাবে, সেখানে এমন সব শব্দ রয়েছে, যেগুলো এই চলাচল, কর্মকান্ড আর লেনদেনের মধ্য দিয়ে ঘটেছে। হরতাল, ঘেরাও, মসলা, তন্দুরী, লাঠি–এ রকম বহু শব্দ পাওয়া যাবে, যেগুলো পৃথিবীর নানা দেশের নানা জনগোষ্ঠীর ভাষা থেকে এস ঢুকে পড়েছে অক্সফোর্ড ডিকশনারিতে। শব্দগুলো নিশ্চয়ই সেই ভাষা থেকে লাফ দিয়ে নিরবলম্ব হয়ে ঢোকেনি। এ বাস্তবতা আজ ব্রিটেনের সমাজে-রাষ্ট্রে বহু ভাষা এবং বহু জাতির পারস্পরিক সহাবস্থানের সংস্কৃতিকেই প্রকাশ করে। বলা বাহুল্য, এটা ব্রিটেনকে আরো বিচিত্র এবং আরো সৌন্দর্যময় এবং আরো সমৃদ্ধ করেছে। নিজেদের দরজা-জানালা বন্ধ করে আদান-প্রদানের সংস্কৃতিকে অস্বীকার করলে আজ ব্রিটেনের পক্ষে এমন অর্জন সম্ভব হতো না।

এখানে আরো কিছু শব্দের দৃষ্টান্ত থেকে আদান-প্রদানের সংস্কৃতিকে পরখ করা যেতে পারে। আজ গ্রিস, ইউরোপ এবং বিশ্বজুড়ে এমন অনেক শব্দ প্রচলিত , যা মূলত আরব-সভ্যতা থেকে জাত (একে ইসলামী না বলে আরব বলা ভালো, কারণ এগুলোর অধিকাংশ ইসলাম-পূর্বকালেই আরবে প্রচলিত ছিল)– অ্যালকালি, জিরকোন, অ্যারেম্বিক, শরবত, ক্যাম্ফর, বোরাক্স, এলিক্সির, টেল্ক, জেনিথ, জিরো,অ্যালজেব্রা, অ্যালগোরিজম, লুট, রিবেক, আর্তিচোক, কফি, জাসমিন, স্যাফরোন ইত্যাদি। এসব শব্দ মানবসভ্যতার প্রয়োজনে আরবের সীমানা ছাড়িয়ে বিশ্বময় ছড়িয়েছে। ওল্ড চেষ্টামেন্টে এমন অনেক শব্দ আমরা পাব, যা পরবর্তী সময়ে পরিবর্তিত হয়ে অন্য স্থানে ঢুকে পড়েছে– অ্যারন, অ্যাবেল, আব্রাহাম, অ্যাডাম, ডেভিড, ইলিয়াস, এজরা, গ্যাব্রিয়েল, গোলিয়েথ, আইজাক, জ্যাকব, জোসেফ, ম্যাগোগ, ফারাও ইত্যাদি। এর মধ্যে যে কেবল সাম্পতিককালের আদান-প্রদানের ইতিহাসই নিহিত তা নয়।

বহু যুগের পুরনো দৃষ্টান্ত থেকেও আমরা এতে নতুন আলোকে দেখতে পাব। প্রাগৈতিহাসিক যুগের বার্বার জাতি আজ থেকে সাত হাজার বছর আগে উত্তর আফ্রিকায় বসবাস করত। তাদের সঙ্গে কার্থেজীয় জাতির যোগাযোগ ছিল। যদিও তারাও বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত ছিল। তাদের নেতা ম্যাসিনিসা (২৩৮-১৪৮ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ) বার্বার উপদলীয় বিভক্তিকে একটি সংহতিতে নিয়ে আসেন। এমনকি তাঁরা কার্থেজদের হয়ে রোমানদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করেছিলেন। পরে তিনি রোমানদের হয়ে যখন আবার কার্থেজীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন, সেই যুদ্ধে (জামায় পিউনিক যুদ্ধে) রোমানরা জয়লাভ করে এবং ম্যাসিনিসার পক্ষে তাঁর বার্বারদের নিয়ে উত্তর আফ্রিকায় একটি স্বাধীন জাতিসত্তার বিকাশ সম্ভব হয়। দেখুন, আরবি সভ্যতা বিকাশের কতকাল আগে বার্বাররা এক সমৃদ্ধ সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়ে যায়।

তাদের ছিলো ভাষা, বর্ণমালা এবং ইতিহাস। এটা আমর নয়, বিজ্ঞানীদের কথা। রোমান, ভ্যান্ডাল, বাইজেন্টাইন– কারো পক্ষেই সম্ভব হয়নি বার্বার জাতিকে হটানো। পরে এরা ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নেয়। বার্বার জাতির মানুষ বিক্রমশালী যোদ্ধা তারিক ইবনে জাইদই সর্বপ্রথম স্পেনে মুসলমানদের বিজয়ের সূচনা করে, যাকে সাফল্য দেয় আরবরা। তারিক ইবনে জাইদ আরব ছিলেন না। পরবর্তীকালে বার্বঅরদের সঙ্গে আরবদের অনেক দ্বন্দ্ব হয় ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে। বর্তমান বিশ্বমানচিত্রে দৃষ্টি দিলে আমরা বার্বার জাতির সমৃদ্ধি ও উত্তসূরিদের কিন্তু চিনে নিতে পারব। এটা সম্ভব হয় সেই জাতিগুলোর ভাষা-সংস্কৃতি-শিল্প ইত্যাদি বিষয়ের পারস্পরিক ঐক্যের ইতিহাস থেকে। মিসর, লিবিয়া, তিউনিসিয়া, আলজেরিয়া, মরক্কো, শাদ, বারকিনা ফাসো, মালি, মৌরিতানিয়া– এসব দেশে আজও বার্বার ভাষা-সংস্কৃতির উত্তরাধিকার রয়ে গেছে। বর্তমানে আলজেরিয়ায় যে প্রধান উপভাষাগুলো প্রচলিত–কাবাইল ও শাউইয়া, কিংবা মরক্কোয় প্রচলিত উপভাষা শ্লাহ, তামাঝিঘট্ এবং রিফ অথবা সাহারা অঞ্চলের কোনো কোনো দেশে প্রচলিত তামাহাক ও তুয়ারেগ বার্বার জাতির উত্তরাধিকার। ২০০ খ্রিষ্টপূর্বে তিফিনাগ ভাষায় রচিত হয় বার্বার বর্ণমালা। আজও তামাহাকভাষী জনগোষ্ঠী বর্তমান।

আলজেরীয় লেখক কাতেব ইয়াসিন (১৯২৯-৮৯) এমন একজন ব্যক্তিত্ব, যিনি প্রথমবারের মতো আলজেরীয়দের স্মরণ করিয়ে দেন পূর্বপুরুষের ভাষা ও সংস্কৃতির গৌরবের কথা। তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে তাঁর পূর্বপুরুষদের ভাষা ধারণ করার প্রয়োজনীয়তাকে নিয়ে প্রায় একাই লড়ে যান। ইয়াসিন স্মরণ করিয়ে দেন যে একদা তাঁর পূর্বসূরীরা লড়াই করেছিল